অন্ধকার থেকে আলোতে

৩

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

শারঈ সম্পাদকের বাণী ৭

লেখকের কথা ৯

হন্তারক থেকে প্রচারক ১৫

আদিপিতা আদম (আ.) কি আরবিভাষী ছিলেন?
তা হলে পৃথিবী-জুড়ে এত ভাষা কেন? ২১

ইসলামে কি কবিতা ও সাহিত্যচর্চা নিষিদ্ধ? ২৭

মিরাজের রাতে নবি (ﷺ) কি আসলেই
ডানাওয়ালা ঘোড়ায় করে আসমানে গিয়েছেন? ৩৫

রাসূল (ﷺ)-এর প্রথম ওহি লাভ, ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল
এবং ইসলামবিদ্বেষীদের অপপ্রচার ৪৩

ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানদেরকে কি আরব
উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করে উদ্‌বাস্তু বানানো হয়েছিল? ৫৩

জমজমের পানি কি আসলেই আর্সেনিক-দূষিত বা বিষাক্ত? ৭১

নবি (ﷺ)-এর ইসরা ও মিরাজ : ইসরার ঘটনার সত্যতা কতটুকু?
মাসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) কি আসলেই সে সময়ে ছিল? ৯১

পৃথিবী কি সত্যিই মাছের পিঠের উপরে অবস্থান করে? ১০৬

তাকদীর আগে থেকে নির্ধারিত হলো মানুষের বিচার হবে কেন?
যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তাদের কী হবে? ১২২

ইসলাম কি ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব অস্বীকার করে? ১৪২

মিরাজের ঘটনায় রাসূল (ﷺ) ও উম্মু হানী (রা.)-এর উপর
ইসলামবিরোধীদের নোংরা অপবাদের জবাব ১৪৭

মুসলিম দেশগুলোতে এত ঘূর্ণিঝড় কিংবা ভূমিকম্প সংঘটিত হয় কেন? ১৫৫

কাফেলা আক্রমণ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ)-এর শানে
ইসলামবিরোধীদের অপবাদ ও এর জবাব ১৫৯

শারঈ সম্পাদকের বাণী

ইতমিনানে ক্বলব বা প্রশান্তিময় অন্তর লাভ করতে সবাই চায়। এজন্য আমাদেরকে কুরআন ও হাদীস থেকে এই প্রশান্তি লাভের রাস্তা খুঁজতে হয়। কিন্তু যখন এই কুরআন ও হাদীস আমাদের যুবক ও নতুন দ্বীনের পথে আসা ভাইদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যার কারণে তাদের মনের শান্তি নষ্ট হতে শুরু করে, তখন তা যে কত বড়ো বিপজ্জনক তা আর বলে বোঝানোর দরকার হয় না। আজ আমাদের সমাজের নাস্তিকগণ কুরআন ও হাদীস থেকে এমনভাবে রেফারেন্স উদ্ধৃত করছে এবং এমন ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে আমাদের যুবক ও দ্বীনের পথে আসা নতুন ভাইরা ইসলাম নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাচ্ছে। আরব আলিম ও দাঈদেরকে দ্বীনের অনেক দিক নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। এর মধ্যে একটি হলো : এইসব ভুল ব্যাখ্যা ও কুযুক্তির-পথে-পা-দেওয়া মানুষগুলোকে সঠিক ব্যাখ্যা ও সমাধান দান করা। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের কাজের মানুষ খুব একটা দেখা যায় না। যদিও-বা দেখা যায়, কিন্তু তা সংখ্যায় খুবই কম। যা হাতে গোনা যায় এমন। সেই হাতে-গোনা মানুষদের মাঝে আমার প্রিয় ভাই জনাব মুশফিকুর রহমান মিনার একজন। নাস্তিকদের ভুল ব্যাখ্যা ও কুযুক্তিগুলো যখন দেখতাম, মনে হতো এগুলোর উত্তর কুরআন-হাদীস সামনের রেখে সালাফদের ব্যাখ্যার আলোকে যদি কেউ লিখে দিত তবে কী চমৎকার ব্যাপার হতো! সেই আশার প্রহর শেষ হলো যখন দেখলাম ২০১৭ বইমেলায় এই ধরনের কিছু কাজ শুরু হয়েছে। পরের ২০১৮ বইমেলাতে যেসব বই এসেছিল, তার মধ্যে একটি বই ছিলো *'অন্ধকার থেকে আলোতে'*। বইটি পড়ে অনেক ভালো লেগেছিল। ভাবছিলাম, এই রকম লেখা যদি চলতে থাকে, ইন শা আল্লাহ তা এক সময় উম্মতের জন্য খুবই দরকারি হবে। নাস্তিকদের মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি ব্যাখ্যার আসল চেহারা উম্মাতের সামনে আসবে। এরই ধারাবাহিকতায় লেখক গত বছর এই বইয়ের ২য় খণ্ড *('অন্ধকার থেকে আলোতে-২')* বের করেন। তবে এবার ৩য় খণ্ডে *('অন্ধকার থেকে আলোতে-৩')* লেখক যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন আমি দেখে শুধুই অবাক হয়েছি। এত কঠিন ও জটিল বিষয়গুলোকে তিনি এত সহজ করে পেশ করেছেন যা সত্যিই অবাক

করার মতো। বিভিন্ন কিতাব থেকে তিনি যেভাবে রেফারেন্স এনেছেন—সত্যিই তাঁর অধ্যয়নের প্রশংসা না করে পারছি না। আমি ভাবছিলাম, এই প্রবন্ধগুলো লিখতে কী পরিমাণ শ্রম ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়েছিল! এককথায় যদি বলতে হয় তবে বলব—এ রকম একটি কিতাব এ সময়ের জন্য অবশ্যই উপকারী। আমাদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তো আমাদের মাঝে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সঠিকটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ভুলত্রুটি আমাদের থেকে। একটি কথা বলেই শেষ করছি, নিয়ামাত থাকতে এর কদর করা উচিত। হারিয়ে যাওয়ার পর তার গুরুত্ব বুঝে আসলে কোনো কাজে আসবে না। আমরা আমাদের দ্বীনি দাঈদেরকে মূল্যায়ন করি। নতুবা যখন এ নিয়ামাত আর পাব না, তখন বড়ো আফসোস হবে।

আল্লাহ লেখককে জাজায়ে খায়ের দান করুন। তাঁর এই লেখাকে উম্মাতের কল্যাণের জন্য কবুল করে নিন। তাঁর ভুলত্রুটিকে মাফ করে দিন। আমীন।

বিনীত
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
খুলনা

লেখকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবি মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিবার ও তাঁর সহচরদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।

অতঃপর,

নাস্তিকদের খণ্ডন করে কি বইপত্র লেখা উচিত?

আমার মতে এককথায় উত্তরটি হচ্ছে—হ্যাঁ, অবশ্যই উচিত। বর্তমান এই রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ)-এর যুগে এটার প্রয়োজনিয়তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আমি মনে করি নাস্তিকদের খণ্ডন করে বেশি করে লেখালেখি করা উচিত। অনলাইনে ব্লগ আকারে, ভিডিয়ো বানিয়ে কিংবা অফলাইনে বই-পুস্তক আকারে অবশ্যই তাদেরকে খণ্ডন করা উচিত। এই কাজগুলো যারা করছে, আমাদের উচিত তাদের জন্য দুআ করা। উৎসাহিত করা।

তবে এখানে কিছু কথা উল্লেখ না করলেই নয়।

নাস্তিকদের খণ্ডন করতে গিয়ে যেন দ্বীন বিকৃত না হয়ে যায়। দ্বীনের মৌলিক আকীদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। ইসলামের কোনো বিধানকে যেন অপব্যাখ্যা বা অস্বীকার না করা হয়। কুরআন বা হাদীসের অর্থকে যেন বিকৃত না করা হয়। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামদের থেকে যে ব্যাখ্যাগুলো এসেছে সেগুলো বাদ দিয়ে আমরা যেন মনগড়া কোনো ব্যাখ্যা মানুষের সামনে উপস্থাপন না করি। আল্লাহর কোনো বিধান নিয়ে আমরা যেন হীনম্মন্যতায় ভুগি, ইলম যেন গোপন না করি। আরও একটা জিনিস। বিজ্ঞানের সাথে মেলাতে গিয়ে আমরা যেন ওহির অর্থকে বিকৃত না করি। বর্তমান সময়ের আমাদের অনেকের থেকে এই ব্যাপারগুলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান

এখনও অনেক কিছুই জানে না। বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই পরিবর্তিত হয়। অপরদিকে কুরআন এবং সুন্নাহ হচ্ছে ওহি। আল্লাহর-দেওয়া-ইলম। আমরা ইসলামের প্রচারকরা কখনোই যেন মানুষের অসম্পূর্ণ ইলমকে আল্লাহর দেওয়া ইলমের উপরে স্থান না দিই। দ্বীন প্রচার অনেক বড়ো একটা কাজ। এটা একটা আমানত। আমরা যেন এর খিয়ানত না করি। দ্বীন প্রচারের চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হলো নিজে আগে দ্বীন ভালো করে বোঝা, এর উপর চলা। দ্বীন প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমরা যদি খ্যাতি লাভের জন্য দ্বীন প্রচার করি বা ত্রুটিপূর্ণ জিনিস প্রচার করি—আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে আল্লাহর ক্রোধকেই আমরা 'অর্জন' করতে পারব।

এই উপদেশগুলো সবার আগে আমার নিজের জন্য। সেইসাথে সকল দাঈর জন্য। আল্লাহ আমাকে এবং সবাইকে সঠিক পথে থাকার তাওফীক দিন।

আমাদের সব থেকে বড়ো শত্রু হলো অজ্ঞতা। খুবই পরিতাপের বিষয় হলো, উম্মাহর বেশিরভাগেরই ইসলামের বেইসিক জিনিসগুলোর ব্যাপারেও সাধারণ-জ্ঞান নেই। অপরদিকে তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে নাস্তিক ও বিভিন্ন ধর্মের ইসলামবিরোধী এক্টিভিস্টদের প্রচারণাগুলো ঠিকই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ইলমশূন্য অন্তরগুলো এই প্রচারণার ধকল সইতে পারছে না। সংশয়ে পড়ার পর বেশিরভাগ মানুষই যে পদক্ষেপগুলো নেয় তা হলো :

- অনলাইনে বিভিন্নজনের কাছে 'ব্যাখ্যা'/'খণ্ডন'/'জবাব' জানতে চায়।
- অথবা শেষমেশ সংশয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে ধর্মত্যাগ করে।

নাস্তিকরা ইসলামের যে-সকল দিক নিয়ে সমালোচনা করে বা প্রশ্ন তোলে, অধিকাংশ মুসলিমেরই আগে থেকে এ-সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা থাকে না। আর এক্ষেত্রে অনেকেই মূল সোর্স থেকে বিষয়গুলো চেক করে দেখতে চায় না। অথচ ইসলামের শত্রুরা কিন্তু ঠিকই ইসলামের মূল সোর্স পড়ছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য। তারা খারাপ নিয়তে যে পরিশ্রমটুকু করছে, আমরা দ্বীনের জন্য এর অর্ধেকও করছি না। এত বই পড়া হয়, মুভি দেখা হয়, গেইমস খেলা হয়, কিন্তু রাসূল (ﷺ)-এর একটা সীরাত থেকে একটা জিনিস ঘেটে দেখারও সময় হয় না। আমরা আগে থেকেই কুরআন-হাদীস পড়ি না, সীরাত পড়ি না। এমনকি যখন ঈমান সংশয়ে পড়ার অবস্থা তৈরি হয়—এমন ইমারজেন্সি মুহূর্তেও এগুলোর ধারেকাছে যাই না।

মূল ঘাটতিটা এখানেই হয়ে যাচ্ছে। কুরআন-হাদীসের সঙ্গে উম্মাহর দূরত্ব।

আবার অনেক সময়ে আমরা হয়তো একটু মাথা খাটিয়েও দেখছি না—ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আদৌ যৌক্তিক কি না। একটা কাল্পনিক কিন্তু বাস্তবসম্মত

উদাহরণ দিই। ধরা যাক নাস্তিকরা কোনো ফেইসবুক লাইভে বলল : *"মুসলিমরা মঙ্গল গ্রহের এলিয়েনের উপাসনা করে!"* অনেক সরলপ্রাণ মুসলিমকে দেখা যায় এমন উদ্ভট ধরনের কথা শুনেও বিচলিত হয়ে যান। "দাঁতভাঙা জবাব" এর জন্য হন্যে হয়ে খোঁজেন। অথচ আমাদেরকে একটু মাথা খাটাতে হবে, অভিযোগগুলো বুঝতে হবে। ইসলামের নামে যা ইচ্ছা বলে দিলেই তা সত্য হয়ে যায় না। ইসলাম চলে কুরআন আর হাদীস দিয়ে। আমাদেরকে উল্টো তাদের প্রশ্ন করতে হবে : তুমি এই কথা কোন জায়গায় পেয়েছ? কুরআনের কোন আয়াত বা কোন সহীহ হাদীসে মঙ্গল গ্রহের এলিয়েনের উপাসনার কথা আছে? এভাবে যদি আমরা চিন্তা করা শিখি ও বুঝতে শিখি—অনেক অপপ্রচারেরই অসারতা চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর উত্তম পন্থা তো ইসলামবিরোধীদের অপপ্রচারগুলো এড়িয়ে যাওয়া। দ্বীনের জ্ঞান অর্জন না করেই ইসলামবিরোধীদের ব্লগ বা ফেইসবুক লাইভ দেখার মতো বড়ো বোকামি আর হয় না। অক্সিজেন ট্যাংক ছাড়া গভীর সাগরে ডুব দেওয়া বা এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করাকে কি কেউ বুদ্ধিমানের কাজ বলবে? সমস্যা হলো আমরা অনেক জায়গাতেই মাথা খাটাই, কিন্তু আসল জায়গাতে মাথা খাটাতে পারি না। ফলে "কান নিয়েছে চিলে" ধরনের অভিযোগ শুনেও অনেকের ঈমান দুর্বল হয়ে যায় (আল্লাহ এ থেকে উম্মতকে হেফাজত করুন, আমীন)। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এগুলো বললাম।

আমি সব সময়েই বলি : নাস্তিকদের খণ্ডন বই পড়ার চেয়ে বহু গুণে বেশি জরুরি আকীদার বই পড়া। হাদীসের বই পড়া। এর চেয়েও বেশি জরুরি আল-কুরআন (তাফসীর-সহ) পড়া। আমাদের মুসলিম ভাইদের যদি অন্তত একবার আল-কুরআন সম্পূর্ণ অর্থ-সহ পড়া থাকত, আর অন্তত যদি একটা সীরাত-গ্রন্থ ভালো করে সম্পূর্ণ পড়া থাকত - নাস্তিকরা ময়দানে নামার আগেই অর্ধেক হেরে যেত। ওহির শক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো শক্তি। আমরা যদি ওহির জ্ঞান অর্জন করি আর অবিকৃতভাবে প্রচার করি—আল্লাহ আমাদেরকে নাস্তিক এবং অন্য সব ইসলামবিরোধীর উপরেও প্রবল করে দেবেন। ইসলামের শত্রুরা আমাদের সাথে আর পেরে উঠবে না।

আমাদের কিন্তু খুব বেশি কিছু করার দরকার নেই। প্রিয় পাঠক, একবার কুরআনটা সম্পূর্ণ অর্থ-সহ পড়ুন। হয়তো আপনি অনেক ব্যস্ত। খুব বিশাল আকৃতির সীরাত-বই পড়ার দরকার নেই, অন্তত *'রাহীকুল মাখতুম'*টা একবার সম্পূর্ণ পড়ুন। হয়তো আপনার সময়ের স্বল্পতা আছে। খুব বেশি হাদীস পড়ার দরকার নেই, *'রিয়াদুস সালিহীন'* বা *'ইমাম নববির ৪০'* হাদীস অন্তত পড়ুন। এগুলো খুবই সহজলভ্য, গুগলে সার্চ দিলেই পিডিএফ বা মোবাইল অ্যাপ পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দিন অথবা সপ্তাহে অন্তত ২-৩ দিন অল্পএকটু সময় এজন্য রাখুন। ইলম অর্জন করা প্রত্যেক

মুসলিমের (নারী-পুরুষ সবার) জন্য ফরয। আমরা যদি এটুকুও না করি, তা হলে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেব? আল্লাহ সহজ করে দিন।

আকীদা শেখার কোনো বিকল্প নেই। উম্মাহ যদি কুরআন আদৌ না শেখে, আকীদা-মানহাজ না শেখে, এসব না শিখেই যদি (আমার ন্যায়) জেনারেল লাইনে পড়ুয়া লেখকদের "জবাব" এর মুখপানে চেয়ে থাকে—হাজার হাজার বই লিখেও কিংবা শত শত ওয়েবসাইট তৈরি করেও আমরা নাস্তিকতা ঠেকাতে পারব না। আল্লাহই সাহায্যস্থল। নাস্তিকতা থেকে বাঁচতে ইসলামে বেইসিক জ্ঞানগুলো থাকতেই হবে। বেইসিক জ্ঞান যদি থাকে, এর পরে অন্য বই দ্বারা বা ব্লগ সাইট দ্বারা উপকার লাভ করা যেতে পারে।

বিগত দুই বছরের ন্যায় আবারও *অন্ধকার থেকে আলোতে* সিরিজের নতুন একটি বইয়ের কাজ সম্পন্ন করেছি, আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহই তাওফীকদাতা। এটি *অন্ধকার থেকে আলোতে* সিরিজের তৃতীয় বই। এবারের পর্বটিও ইসলামের বিরুদ্ধে নাস্তিক-মুক্তমনা এবং অন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রচারকদের উত্থাপিত বিভিন্ন সংশয়ের জবাব ও ইসলামের-সত্যতার-প্রমাণ-বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ দিয়ে সাজানো। বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ *"হন্তারক থেকে প্রচারক"*। রাসূলুল্লাহ(ﷺ)-এর নূবুওয়াতের কিছু সত্যতার নিদর্শন নিয়ে এই প্রবন্ধটি। তাঁর বেশ কিছু নিদর্শন ও গুণাবলি ছিল যা তাঁর সমসাময়িক মানুষের নিকট নূবুওয়াতের নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে জ্বলজ্বল করত। আজও সীরাতের পাতা থেকে সেই নিদর্শনগুলো তাঁর নূবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হয়ে ধরা দিতে পারে। মানবজাতির অস্তিত্ব যদি একজন মানব-মানবির দ্বারা হয়, তা হলে পৃথিবীতে এত ভাষাবৈচিত্র্য কেন দেখা যায়—এ-সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে *"আদিপিতা আদম (আ.) কি আরবিভাষী ছিলেন? তা হলে পৃথিবী-জুড়ে এত ভাষা কেন?"* প্রবন্ধটি। কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্যচর্চার ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলামের শত্রুরা অনেক সময়ে নেতিবাচক মন্তব্য করে। এ নিয়ে লেখা হয়েছে "ইসলামে কি কবিতা ও সাহিত্যচর্চা নিষিদ্ধ?" প্রবন্ধটি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইসরা ও মিরাজকে কেন্দ্র করে নানা রকমের প্রশ্ন তোলে ইসলামবিরোধীরা। মহাকাশ বায়ুশূন্য। সেক্ষেত্রে আসমানে যাবার বাহন হিসেবে কেন ডানাযুক্ত বুরাক ব্যবহৃত হবে? সে রাতে আসলেই কি আসমানে যাবার বাহন ছিল বুরাক (বোরাক)? এই প্রশ্নের জবাবে লেখা হয়েছে *"মিরাজের রাতে নবি (ﷺ) কি আসলেই ডানাওয়ালা ঘোড়ায় করে আসমানে গিয়েছেন?"* প্রবন্ধটি। সেই রাতের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচাতো বোন উম্মু হানী (রা.)-কে জড়িয়ে একটা নোংরা মিথ্যা অপবাদের অপনোদন করে *"মিরাজের ঘটনায় রাসূল(ﷺ) ও উম্মু হানি*

(রা.)-এর উপর ইসলামবিরোধীদের নোংরা অপবাদের জবাব" প্রবন্ধ। নূবুওয়াত পাবার সূচনালগ্নে রাসূল (ﷺ)-এর নিকট ফেরেশতা জিবরীল (আ.)-এর আগমন এবং ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল (র.)-কে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবিদ ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের-সৃষ্ট কিছু সংশয়ের জবাব নিয়ে *"রাসূল(ﷺ)-এর প্রথম ওহি লাভ, ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল এবং ইসলামবিদ্বেষীদের অপপ্রচার"* প্রবন্ধ। জীবনের শেষভাগে রাসূল (ﷺ) আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানদেরকে বহিষ্কার করার আদেশ দেন। কী ছিল এর কারণ? তাদেরকে কি অমানবিকভাবে উদ্‌বাস্তু বানিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে *"ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানদেরকে কি আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করে উদ্‌বাস্তু বানানো হয়েছিল"* প্রবন্ধটি।

ইসলাম সম্পর্কে সংশয় আক্রান্তদের অন্যতম বহুল জিজ্ঞাসিত বিষয় হলো—ইসলামে তাকদীরের ধারণা। আগে থেকেই যদি তাকদীর নির্ধারিত হয়, জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারণ করা থাকে, তা হলে মানুষকে বিচার করা হবে কেন? কে মুসলিম পরিবারে আর কে অমুসলিম পরিবারে জন্মাবে সেটিও নির্ধারিত। প্রত্যেকে সাধারণত নিজ পরিবারের ধর্ম অনুসরণ করে। সেক্ষেত্রে অমুসলিমদেরকে কেন আখিরাতে শাস্তি দেওয়া হবে? আদৌ যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায়নি তাদেরই-বা কী হবে? এসব সংশয়ের জবাব নিয়ে লেখা হয়েছে *"তাকদীর আগে থেকে নির্ধারিত হলো মানুষের বিচার হবে কেন যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তাদের কী হবে?"* প্রবন্ধ। তাকদীর-সম্পর্কিত আরেকটি সংশয় সৃষ্টি হয় ছোঁয়াচে রোগের ব্যাপারে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে : রোগের সংক্রমণ বলে কিছু নেই। এর মানে কি এই যে, ইসলাম জীবাণু দ্বারা রোগের বিস্তারের বিষয়টি অস্বীকার করে? এই সংশয়ের নিরসনে *"ইসলাম কি ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব অস্বীকার করে?"* প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। কুরআনের কিছু তাফসীরে এমন তথ্য পাওয়া যায় পৃথিবী এক বৃহৎ মাছের পিঠের উপর স্থাপিত। ইসলাম কি পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক তথ্য দেয়? এর উত্তরে *"পৃথিবী কি সত্যিই মাছের পিঠের উপরে অবস্থান করে"* প্রবন্ধটি।

মদীনায় হিজরত করার পর নবি (ﷺ) থেকে মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্যিক-কাফেলা আক্রমণের আদেশের বিবরণ পাওয়া যায়। নবি (ﷺ)-এর এই আদেশকে দস্যুবৃত্তির সাথে তুলনা করে ইসলামবিরোধীরা যে অপপ্রচার চালায়, এর জবাবে লেখা হয়েছে *"কাফেলা আক্রমণ প্রসঙ্গে রাসূল(ﷺ)-এর শানে ইসলামবিরোধীদের অপবাদ ও এর জবাব"* প্রবন্ধটি। ইসলামের উৎসমূল নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে ইসলামবিরোধীরা মক্কায় জমজম কূপের পানিকেও দূষিত ও বিষাক্ত বলে প্রচার চালাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তাদের দাবির অসারতা তুলে ধরে লেখা হয়েছে *"জমজমের পানি কি আসলেই আর্সেনিক দূষিত বা বিষাক্ত?"* প্রবন্ধটি। মুসলিমরা যদি সত্য ধর্মের অনুসারী হয়, তা হলে

মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হেতু কী? এই সংশয়ের নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে *"মুসলিম দেশগুলোতে এত ঘূর্ণিঝড় কিংবা ভূমিকম্প সংঘটিত হয় কেন?"* প্রবন্ধে।

বইটি লিখতে গিয়ে যাদের সাহায্য পেয়েছি, আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। ইসলামের শত্রুদের জবাব ও খণ্ডনের ব্যাপারে তথ্য-ভাণ্ডার আমাদের ওয়েবসাইট **www.response-to-anti-islam.com**। এখানে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বহু প্রশ্নের জবাব রয়েছে। সত্য সন্ধানী যে-কাউকে ওয়েবসাইটটি ভিজিটের আমন্ত্রণ। সম্প্রতি ওয়েবসাইটের লেখাগুলো নিয়ে একটি এন্ড্রয়েড অ্যাপও তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটির নামঃ ***ইসলামবিরোধীদের জবাব-Response To Anti Islam*** । ওয়েবসাইটটিতে গিয়ে বা গুগল প্লে-স্টোরে গিয়ে অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে। এই ওয়েবসাইট ও অ্যাপের পেছনে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ কবুল করে নিন।

এ বইটিতে যা যা কল্যাণকর ও উত্তম জিনিস আছে, তা মহামহিম আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের কারণে। আর যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গিয়েছে, তা আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমার এ সামান্য প্রয়াসকে কবুল করে নেন। এই বইকে সকলের হিদায়াতের মাধ্যম করে দেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর সহচরগণের উপর। সবশেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের।

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার
১২ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪১ হিজরি
১০ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
minar_kuet@hotmail.com
facebook.com/mdmushfiqur.rahmanminar
www.response-to-anti-islam.com

হন্তারক থেকে প্রচারক

বদর যুদ্ধ শেষ। শোচনীয় পরাজয়ে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশরা। তাদের সেরা সব বীর এবং নেতাদের প্রায় সবাই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। মদীনার মুসলিমদের প্রতি সীমাহীন ক্রোধে জ্বলছিল তারা। মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ সৈনিক নিয়েই মক্কার সেরা বীরদেরকে এভাবে পরাস্ত করল মুসলিমরা? মক্কাবাসীর সব গৌরব একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে ওরা। প্রতিশোধ... কঠিন প্রতিশোধ চাই এর।

মক্কার উমায়র ইবনু ওয়াহহাব ছিল ইসলামের চরমতম দুশমনদের একজন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কার জীবনে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবিদেরকে যারা নির্যাতন করত, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল এই ব্যক্তি। বদরের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে তার ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। একে তো কুরাইশদের বড়ো বড়ো নেতারা প্রাণ হারিয়েছিল, অন্যদিকে তার নিজ পুত্র উমায়র ইবনু ওয়াহহাব মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়েছিল। মুসলিমরা যদিও বদরের যুদ্ধের বন্দিদেরকে হত্যা করেনি, বরং অল্প মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ছেলের বন্দি হওয়া তো মহা অপমানের জিনিস!

কা'বার হাতিমের কাছে বসে ছিল উমায়র ইবনু ওয়াহহাব। সাথে সাফওয়ান ইবনু উমাই—মক্কার আরেক বড়ো কুরাইশ নেতার সন্তান। বদরের যুদ্ধে নিহতদের কথা স্মরণ করে বলল : "এরা মারা যাবার পর আর বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই।"

উমায়র বলল : "আল্লাহর শপথ! তুমি সত্যই বলেছ। আল্লাহর কসম! আমি যদি ঋণী না হতাম, যা আদায়ের কোন পথ আমার কাছে নেই, আর আমার সন্তানগুলো যদি না থাকত, যাদের আমার পর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি, তবে আমি অবশ্যই গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলতাম। আরও কারণ হলো, আমার ছেলে তাদের হাতে বন্দি রয়েছে।"

সাফওয়ান সুযোগ বুঝে বলল : "তোমার ঋণের দায়িত্ব আমার, আমি তা পরিশোধ করব। তোমার সন্তানরা আমার সন্তানদের সাথে থাকবে। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, আমি

তাদের সাহায্য করব। এমনটি হবে না যে, কোনো কিছু আমার রয়েছে আর তারা পায়নি।

তখন উমায়র তাকে বলল : তবে তুমি আমাদের এ (আলাপের) বিষয়টা গোপন রাখো!

সাফওয়ান বলল : তাই করব![১]

সাফওয়ান তখনই তরবারিতে ধার দিল এবং তাতে বিষ মাখিয়ে উমায়রকে দিয়ে দিল। উমায়র মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলো এবং মাসজিদে নববির দরজায় গিয়ে উটকে বসিয়ে দিল।

উমার (রা.) উমায়রকে দেখামাত্র বুঝে ফেললেন, এ কোনো অপবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। তৎক্ষণাৎ উমার (রা) তাঁর তরবারির খাপ ছিনিয়ে নিলেন এবং তাকে পাকড়াও করে নবি (ﷺ)-এর সামনে হাজির করলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উমার (রা.)-কে বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও।" আর উমায়রকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এসেছ?"

উমায়র বলল, "আমাদের বন্দিদের ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।"

তিনি বললেন, "সত্যি করে বলো, তুমি কি কেবল এ উদ্দেশ্যেই এসেছ? সত্যি করে বলো দেখি, তুমি এবং সাফওয়ান হাতিমে বসে কী পরামর্শ করেছিলে?"

উমায়র ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আমি আবার কী পরামর্শ করেছিলাম!"

তিনি [নবি(ﷺ)] বললেন, "তুমি এ শর্তে আমাকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলে যে, সাফওয়ান তোমার সন্তান-সন্ততির দেখাশোনা করবে এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেবে।"

উমায়র বলল :

اشهد انك رسول الله - ان هذا الحديث كان بينى وبين صفوان فى الحجر لم يطلع عليه احد غيرى وغيره فاخبرك به فامنت بالله ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। এ ঘটনা তো সাফওয়ান ও আমি ছাড়া আর কেউই জানত না! কাজেই আল্লাহই আপনাকে এ খবর দিয়েছেন। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম।"[২]

---

[১] *সীরাতুন নবি (সা.)*, ইবনু হিশাম, ২য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ৩৪০।

[২] *সীরাতুল মুস্তফা সা.*, ইদরীস কান্ধলভি [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১৫; *'মু'জামে তাবারানি'*তে বিশুদ্ধ সনদে আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে এবং *'দালাইলে বায়হাকি'* ও *'দালাইলে আবূ নুআইম'*-এ মুরসাল সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় আরও বিস্তারিতভাবে আছে, উমায়র বলে ওঠে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। হে আল্লাহর রাসূল! এর আগে আপনি আমাদেরকে যেসব আসমানি খবর দিতেন এবং আপনার কাছে যেসব ওহি আসত, আমরা সেগুলোকে মিথ্যা মনে করতাম। কিন্তু এ ঘটনায় তো কেবল আমি ও সাফওয়ান উপস্থিত ছিলাম। শপথ আল্লাহর! এখন আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি—একমাত্র আল্লাহই আপনাকে এ সংবাদ দিয়েছেন। প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি আমাকে ইসলামের দিশা দিয়েছেন এবং এখানে এনে হাজির করেছেন!"

এরপর সে সত্যের সাক্ষ্য পাঠ করে। রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

সাহাবিদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, "তোমাদের ভাইকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান শিক্ষা দাও; তাকে কুরআন শেখাও; আর তার বন্দিকে মুক্ত করে দাও।"

তাঁরা তাই করলেন।

এরপর উমায়র (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এতদিন আমি ছিলাম আল্লাহর আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্য সদা-তৎপর; আল্লাহ তাআলার দ্বীনের অনুসারীদের কঠিন শাস্তিদাতা। এখন আমার মন চায়, আপনি আমাকে অনুমতি দিন—আমি মক্কা গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের দিকে ডাকি। আশা করা যায়, (এর ফলে) আল্লাহ তাদের পথ দেখাবেন। নতুবা, নিজেদের দ্বীনে অটল থাকলে আমি তাদের কষ্ট দেব, যেভাবে আপনার অনুসারীদেরকে একসময় দ্বীন পালনের জন্য কষ্ট দিতাম।"[৩]

রাসূল (ﷺ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি মদীনাতে দ্বীন শেখার কাজেও সময় দিচ্ছিলেন। এরপর মক্কায় ফিরে আসছিলেন উমায়র ইবনু ওয়াহহাব (রা.)।

বদরের আরেক বন্দি ছিল সুহায়ল ইবনু আমর। সে ছিল অত্যন্ত চতুর ও শুদ্ধভাষী। জনসমাবেশে নবি (ﷺ)-এর নিন্দাবাদ করত। উমার (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি সুহায়লের নিচের দুটি দাঁত উপড়ে ফেলি, যাতে তার সামর্থ্যই না থাকে যে, কোনো সুযোগে আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলে!"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও। এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে, আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন।"[৪]

---

[৩] ইবনু ইসহাকের সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে ইবনু হিশাম, *আস-সীরাহ*, ১/৬৬১-৬৬৩। বর্ণনাটি মুরসাল। ইবনু মানদাহ অপর একটি নিরবচ্ছিন্ন সনদে এটি উল্লেখ করেছেন। ইবনু মানদাহ'র সনদের বাহ্যিক দিকটি হাসান। দেখুন : *সীরাতুন নবি* ﷺ [*'সহীহুস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ'*-এর বাংলা অনুবাদ], ইবরাহীম আলি (মাকতাবাতুল বায়ান), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা, ১৩০-১৩১।

[৪] *সীরাতুল মুস্তফা সা.*, ইদরীস কান্ধলভি [ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ], ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৫; বায়হাকি তাঁর দালাইলে এবং ইসাবা সুহায়ল ইবনু আমর (রা.)-এর জীবনচরিতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এদিকে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া প্রতিদিন মনে মনে রঙিন স্বপ্ন দেখে। সে মক্কায় কুরাইশদের বিভিন্ন আড্ডায় গিয়ে বলতে থাকে, "শিগগির, একটা মহা সুখবর তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে। তোমরা তাতে বদরের সান্ত্বনা পাবে!

সাফওয়ানের প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলল। প্রথমে সে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো, পরে অস্থির হয়ে পড়ল। মদীনার দিক থেকে আগত প্রতিটি কাফিলা বা আরোহীকে ধরে ধরে সে উমায়র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল। কিন্তু কেউ সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না। এমন সময় মদীনা থেকে আগত এক আরোহীকে সে পেল। ঔৎসুক্যের আতিশয্যে সাফওয়ান তাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "মদীনায় কি নতুন কোনো ঘটনা ঘটেনি?"

লোকটি জবাব দিল, "হাঁ, বিরাট এক ঘটনা ঘটে গেছে।"

সাফওয়ানের মুখমণ্ডল দীপ্তিমান হয়ে ওঠে এবং আনন্দ-উল্লাসে তার হৃদয় ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। সাথে সাথে সে আবার প্রশ্ন করে, "কী ঘটেছে আমাকে একটু খুলে বলো তো!"

লোকটি বলল, "উমায়র ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেখানে সে নতুন দ্বীনের দীক্ষা নিচ্ছে এবং কুরআন শিখছে।"

সাফওয়ানের দুনিয়াটা যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। তার মাথায় যেন বাজ পড়ল। তার ধারণা ছিল, দুনিয়ার সব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও উমায়র কখনও ইসলাম গ্রহণ করবে না।[৫]

রাসূল (ﷺ)-এর হন্তারকের ভূমিকায় মদীনায় ছিলেন মানুষটি। বুকে ছিল তীব্র ঘৃণা আর প্রতিশোধের আগুন। কিন্তু রাসূল (ﷺ) তাঁকে এমন কিছু সংবাদ বলে দিয়েছিলেন, যা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। রাসূল (ﷺ)-কে হত্যার জন্য যে পরিকল্পনা কা'বার হাতিমের নিকট বসে করা হয়েছিল, সুদূর মদীনায় বসে স্বাভাবিকভাবে কোনো মানুষের পক্ষে সেই সংবাদ জানা সম্ভব নয়। উমায়র (রা.)-কে নিদর্শন দেখালেন আল্লাহর রাসূল (ﷺ), যিনি ছিলেন ক্ষমাশীল ও সহনশীল। তাঁর সম্মানে যুদ্ধবন্দিকেও মুক্ত করে দিলেন। ইসলামের দীক্ষা দিলেন। হন্তারক-হতে-চাওয়া-মানুষটি হয়ে গেল ইসলামের প্রচারক।

সুহায়ল ইবনু আমরের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ)-এর ভাষ্য ছিল : তার দ্বারা আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন। যদিও সে মুহূর্তে তিনি ছিলেন ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ-পোষণকারী একজন ব্যক্তি। কিন্তু সত্য নবির সত্যভাষণ কখনও

---

[৫] *'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা'*, মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩২।

মিথ্যা হয় না। মক্কা-বিজয় কালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সুহায়ল ইবনু আমর (রা.) আর যে ভূমিকার দ্বারা তিনি মুসলিম উম্মাহকে সন্তুষ্ট করেন, তা বর্ণনা করেছেন ইবনু কাসীর (র.)। সে ভূমিকা হচ্ছে—রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইনতিকালের পর যখন গোটা আরবে বহু লোক মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুনাফিকরা মদীনায় সংঘবদ্ধ হয়, ইসলামের এ দুর্দিনকালে সুহায়ল (রা.) মক্কায় ভাষণ-বক্তৃতার মাধ্যমে লোকদের সঠিক দ্বীনের উপর অবিচল হয়ে থাকার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।[৬] যে সুহায়ল একদিন ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চরম বিরোধিতাকারী ও নিন্দাকারী, সেই তাঁরই ভূমিকার কারণে মক্কাবাসী পথহারা হওয়া থেকে বেঁচে গিয়েছিল। সত্য নবির পবিত্র জবানে এর বহুকাল আগেই এর ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়ে গিয়েছিল।

কাহিনির অন্য চরিত্র সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার কী হলো?

মক্কা-বিজয়ের পরবর্তী সময়। কা'বা এবং মক্কার আধিপত্য তখন মুসলিমদের হাতে। মুসলিমদেরকে এক সময়ে নিপীড়নকারী সাফওয়ান তখন মক্কা ছেড়ে পালাচ্ছিল। জেদ্দা থেকে জাহাজ-যোগে ইয়ামেনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে সে। উমায়র ইবনু ওয়াহহাব (রা.) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোচরে আনেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবি! সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া হচ্ছে তার সম্প্রদায়ের নেতা। সে আপনার ভয়ে নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাচ্ছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে নিরাপত্তা দিন। আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো।"

উমায়র (রা.) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন একটি নিদর্শন দিন, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর নিকট নিজের পাগড়িটি দিয়ে দিলেন। যা মাথায় দিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। উমায়র পাগড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং এমন অবস্থায় তাকে পেয়ে যান যখন সে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

উমায়র (রা.) তাকে ডেকে বললেন, হে সাফওয়ান! আমার পিতামাতা তোমার জন্যে উৎসর্গ হোন। আল্লাহকে ভয় করো, নিজেকে ধ্বংস কোরো না। এই-যে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে তোমার জন্যে নিরাপত্তা-সনদ নিয়ে এসেছি।

সাফওয়ান বলল, তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি আমার নিকট থেকে দূর হও। আমার সাথে কোনো কথা বোলো না।

---

[৬] *'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'*, ইবনু কাসীর (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৮।

উমায়র (রা.) বললেন, সাফওয়ান, তোমার জন্যে আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক। দেখো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানবজাতির সর্বোত্তম ব্যক্তি। মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক সদাচারী লোক, মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহিষ্ণু পুরুষ এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি তো তোমার পিতৃব্য-পুত্র। তাঁর সম্মান তোমারই সম্মান। তাঁর গৌরব তোমারই গৌরব, তাঁর রাজত্ব তোমারই রাজত্ব।

সাফওয়ান বলল, "আমি নিজের জীবনের ব্যাপারে তাঁকে ভয় করি।"

উমায়র (রা.) বললেন, "তাঁর সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতা এর অনেক ঊর্ধ্বে।"

সবশেষে সাফওয়ান উমায়র (রা.)-এর সাথে ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন সাফওয়ান বলল, "ও দাবি করছে, আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন?"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "সে সত্য কথাই বলেছে।"

সাফওয়ান বলল, "তা হলো এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে আমাকে দু মাসের অবকাশ দিন।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "যাও, চার মাসের অবকাশ দেওয়া হলো, (ভালোরূপে চিন্তা-ভাবনা করো)।"

দুই মাসের সময় চেয়ে মানবজাতির সর্বোত্তম ব্যক্তিটির কাছ থেকে চার মাসের সময় পেলেন সাফওয়ান। সত্যের সূর্যকে সামনে পেয়েও তাকে কি আর অগ্রাহ্য করা যায়? সাফওয়ান পারেননি। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।[৭]

যে নবি (ﷺ)-এর পরশে সেকালের হন্তারকেরা প্রচারক হয়ে যেত, চরম বিরোধীরা অনুসারীতে পরিণত হতো, তাঁর জীবনীর ব্যাপারে আজ মুসলিম সমাজেই চরম অজ্ঞতা বিরাজ করছে। আজও তাঁর সীরাতের যথার্থ অধ্যায়নে এমন কিছু হতে পারে। ইসলামের চরম বিরোধীরাও পরিণত হতে পারে এর খাঁটি অনুসারীতে, ভক্ত-নবি-প্রেমিকে। সত্যের যে নিদর্শনগুলো তাঁর জীবনে ছড়িয়ে ছিল, এগুলো অগ্রাহ্য করা কোনো সুবিবেচকের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামের অনুসারী ও সমালোচক সবার জন্য ভাবনার খোরাক হয়ে থাকুক এ নিদর্শনগুলো।

---

[৭] ■ *'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'*, ইবনু কাসীর (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৮-৫২৯।
■ *সীরাতুন নবি (সা.), ইবনু হিশাম*, ৪র্থ খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ৭৫-৭৬।
■ *ইসাবা*, ইবনু হাজার আসকালানি, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২-৪৩৩।
■ *ইস্তিআব*, ইবনু আবদিল বার্, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১৮-৭২২।

আদিপিতা আদম (আ.) কি আরবিভাষী ছিলেন? তা হলে পৃথিবী-জুড়ে এত ভাষা কেন?

নাস্তিক প্রশ্ন :

আল্লাহ যদি আদমকে আরবি ভাষা শিখিয়েই পৃথিবীতে পাঠান (Quran ৩২-২:৩১) তবে তাঁর বংশধরেরা যেখানেই বসবাস শুরু করুক না কেন, আরবি ভাষাই ব্যবহার করবে! তবে আজ সারা পৃথিবী-জুড়ে প্রায় পাঁচ হাজারের উপরে ভাষা বিরাজ করছে কী করে?

উত্তর :

ইসলামি বিশ্বাস হচ্ছে, একজন মানব ও মানবী থেকে অর্থাৎ আদম (আ.) এবং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.) থেকে এই মানবজাতির আবির্ভাব হয়েছে। ইসলামি এই বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামের সমালোচকরা নানা রকমের প্রশ্ন তুলে থাকে। তারা মানবজাতির ভাষাবৈচিত্র্যের দিকটি ইঙ্গিত করেও ইসলামের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে। একজন মানব ও মানবী থেকে উদ্ভূত হলো মানবজাতির মাঝে আজ এত প্রকারের ভাষা কী করে আসা সম্ভব?—এ হচ্ছে তাদের প্রশ্ন বা সংশয়।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

অর্থ : আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম শেখালেন। তারপর সে-সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

তাঁরা বলল, আপনি পবিত্র; আমরা কোনো কিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত-জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।[৮]

আমরা আলোচ্য-আয়াতগুলোতে দেখতে পাচ্ছি যে—"আল্লাহ আদমকে আরবি ভাষা শিখিয়ে পৃথিবীতে পাঠান" এমন কোনো কথাই সেখানে নেই। সম্পূর্ণ অর্থহীন একটি অভিযোগ। এ ধরনের উদ্ভট প্রশ্নের উৎস বোধ করি বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদের অন্যতম পুরোধা আরজ আলি মাতুব্বর, যিনি তার একটি বইতে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণাভিত্তিক ও আজগুবি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যার একটি হচ্ছে—লক্ষাধিক নবির প্রায় সবাই কেন আরব দেশে জন্মগ্রহণ করলেন?[৯] অথচ কুরআন ও হাদীসে কোথাও এই ধরনের কিছু বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে—পৃথিবীর সব জাতির নিকট নবি-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে।[১০]

কুরআন বা হাদীস কখনোই এমন উদ্ভট দাবি করেনি যে, আদম (আ.) আরবিভাষী বা আরব ছিলেন। আদম (আ.) তো অনেক আগের মানুষ, নবি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পূর্বপুরুষ ইসমাঈল (আ.)-এর সম্পর্কেও হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি জুরহুম গোত্রের কাছ থেকে আরবি ভাষা শেখেন। অর্থাৎ তিনিও আরব বা আরবিভাষী ছিলেন না।

"...অবশেষে (ইয়ামান-দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা মক্কার নিচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোনো পানি ছিল না। তখন তারা একজন কী দুজন লোক সেখানে পাঠাল। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে-সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হলো। বর্ণনাকারী বলেন, ইসমাঈল (আ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করলেন।

---

[৮] *আল-কুরআন*, বাকারাহ ২ : ৩১-৩২।

[৯] *আরজ আলি মাতুব্বর রচনাসমগ্র*-১, 'সত্যের সন্ধান', পৃষ্ঠা ৯৪।

[১০] দেখুন : *আল-কুরআন*, সূরা ইউনুস ১০ : ৪৭, সূরা রা'দ ১৩ : ৭, সূরা হিজর ১৫ : ১০, সূরা নাহল ১৬ : ৩৬।